আজবসম্ভব

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমার এক বন্ধু ব্রত এই লেখাটির মধ্যে আছে, কিছুটা সে লিখেছে, কিছুটা আমি। কোনো-রকম কো-অথরশিপে বিশ্বাসী নয় ব্রত। নাম ছাপাতে রাজি নয়।]

ক্ষমা করো। আমাকে।

ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা···লিখছি বলে।

□ □ □

প্রকাশ-তাড়না, তাকে জব্দ করতে পারিনি, বরং সে-ই চাবকে গেছে আমাকে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আমার ঠ্যাটাপনা, জেদ। এর বদলা নিতে, গোলামের প্রতিবাদ বজায় রাখতে আমার একটাই প্রতিজ্ঞা : ওই তাড়নাটুকুই শুধু ছাপ ফেলুক। নিজে উদ্যোগী হবো না। শূন্যস্থান, ফাঁক ফোকর, যেমনকার তেমন থাকবে, কিচ্ছু মেলাতে যাবো না। শিল্পটিল্প নয়, এক্কেবারে নয়।

□ □ □

লিখতে হবে নিজের কিছু কথা, উদ্ভট, খাপছাড়া ভাবনার আঁচড় কাটতে হবে। কিন্তু সেভাবে নিজের কথা কিছু আছে কি? যা শুধু আমি-ই ভেবেছি, অনুভব করেছি। আর কেউ জন্মে শোনেনি, জানেনা, কল্পনাও করতে পারে না। অথচ সেইসব ভাবনার ছবি দেখা মাত্র এক জাদু সংঘটিত হতে পারে, পাঠক আনন্দ ও পূর্ণতায় ভরে যাবে। মুহূর্তে দেখে ফেলবে, অনুভব করবে এক মহাজীবন।

□ □ □

লোক আর মানুষ এক কথা নয়, নিজেকে আমি একটি লোক ভেবে থাকি। সব লোকেরই বলবার মতো পরিচয় দেওয়ার মতো একটা নাম ধাম থাকে। তারা কিছু কাজকর্ম করে। দু'চার জন লোকের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে থাকে প্রত্যেক লোক। অতিক্রমণের একটা বেগও হয়ত থাকে। যা তাদের কিছু হতে বলে, ঠেলতে থাকে সামনের দিকে। যেভাবে গ্রামে ধুলোরঝুঁড় তোলা রাস্তায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান শূন্যে চাবুকের বৃত্ত এঁকে 'হট, হট' করে সেরকম কোনো গাড়োয়ানের কথা অবশ্য জানি না। তবে লোকেরা কিছু একটা হতে চায়, অনন্তযাত্রী তারা।

□ □ □

আমি 'ব্রত', ওই আমার নাম। ব্রত কায়েত, তাতে কিছু এসে যায় না, নামটি আছে বলেই যেন এই কথকথা। নামটি আমি। আবার কখনো নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে, আমরা তখন দু' টুকরো : ব্রত এবং আমি। তবে আকছার এমন আমোদ হয় না।

□ □ □

হঠাৎ একদিন আমি দৃষ্টিতে মরুতৃষ্ণা আবিষ্কার করি। আমি স্পষ্ট দেখলাম মরুর শুষ্কতা নিয়ে জেগে আছে দৃষ্টি।

বা,

দেখলাম নেই। 'নেই' রয়েছে শহরগ্রাম জুড়ে, পাহাড়-সমুদ্র সাপ্টে। একেবারে প্রত্যক্ষ, চোখের সামনে। যেমন আমরা বলে থাকি 'জলজ্যান্তো', একেবারে তাই।

□ □ □

ভয় ও বিস্ময়ের সীমা পেরনো এক তীব্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আমার মনে হল 'এইবার পুনর্জন্ম হবে।' চোখের নিমেষে ব্রত এই লোকটা বদলে যাবে। সে আর কিছুতেই গেরস্থ, সামাজিক, শহুরে, আধুনিক এইসব থাকতে পারবে না। অন্যরকম হয়ে যাবে। আমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে। এবং সেইদিন আমি সত্যিই হামাগুড়ি দিয়েছিলাম।

একটা সংসারী, হিসেবি লোক রাতারাতি বদলে গেল, সন্ত হয়ে গেল, কুষ্ঠ-রোগীর সেবাদাস বানিয়ে ফেলল নিজেকে…একেই তো ঘটনা বলে! মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্তরা তবু কেন এই রাস্তা মাড়াতে চায় না চট করে? 'মুরোদ নেই বলে'—কেউ-কেউ মনে করে। তারা সৃষ্টিরহস্য জানে না আর যেহেতু সেখানে যুক্তি বুদ্ধির দাপট চলে না তাই একে রূপকথার ভল্লুকের মতো মড়া ভেবে চলে যায়। জ্যান্তেমড়া। রাস্তায় নির্বিশেষের গণমিছিলে জীবিত ও মৃতদের মধ্যে আছি। আর সেই ভিড়ে, মাংসের তাল ও তরঙ্গের মধ্যে এক-আধটা লোক দুর্লভ স্পর্শে ওই রকম কুষ্ঠরোগীর সেবাদাস হয়ে উঠছে। তারা আলোকবিন্দু, সৃষ্টি। মানবজন্ম। সৃষ্টি।

ঘোর অবিশ্বাস গাঙেগয় উপকূল ভাসিয়ে হাজার মাইল বেগে ছুটে আসা এক অন্ধ ঝড়। শুধু ধুলো আর ধুলো। শূন্যে উড়ছে মানুষের কাটা হাত আর ছেঁড়া শিরার মতো অজস্র পাতা, শিকড়।

□ □ □

ওটা শূন্য।

কিছু নয় রে বাপ।

আমিও ভেবেছি তাই, এ হল এন-ও নো, নট, নেতি।

ধ্যার, পাগল কোথাকার (আরেকবার 'পাগল' বলো, আহা মরে যাই! যেমন এখানে ততো শহুরে হয়নি এরকম কোনো মেয়ে/মহিলা যদি বলে ফেলে 'মরণ'! তাহলে হতকুচ্ছিত হলেও তাকে বুকে টেনে চুমো খাবো।) যত্তো সব ইয়ে…। শোন, এই না-ফা পেরিয়ে আরো যেতে হবে, এগিয়ে যা, আরো, আরো…

□ □ □

অসম্পূর্ণতা অনিবার্য। অংশ—অংশই ; সে যে কোন সমগ্রের অংশ তা আমি জানি না, সমগ্রই বা কী, সে কার অংশ ! দেহের টুকরোগুলিই তো 'সতী'-কে রূপকথার নারী করেছে।

শব্দের মোড়কে, বাক্যবন্ধে, তার বন্ধনীর মধ্যে সময় রয়েছে, আছে প্রতিটি 'অক্ষরের' বিন্দুর ফাঁকে, সময় স্পন্দিত হচ্ছে। এই রকম সব ভেবে থাকি। মিথ্যে ভাবনা না কি ভাবনাই মিথ্যে হে ভাবুনে !

যুক্তিশৃঙ্খল দাসরাই হাতুড়ি পিটিয়ে গড়ে চলে মহাপ্রেরণায়, তা বোঝা গেছে ভূরিভূরি ঘটনায়। আশ্চর্যের কথা অমোঘ সেই বিশৃঙ্খল ঘটনা সমূহকে কার্যকারণ সম্পর্কে চিহ্নিত করার দুর্মর বাসনা তবু নেতিয়ে পড়ে না। সে ঘটনার পিছনে, অতীতে হানা দিয়ে এমন এক গল্পক্রম রচনা করবে যাতে সূত্রটির অমরত্ব প্রসঙ্গে আঙুল তোলার সাধ্য হবে না বিপ্লবগর্ভে ওৎ পেতে থাকা ক্ষমতালোভী কোনো কীটের বা সৎ ব্যক্তির। ফাঁকির টঁকির বাদ। তাদের কেউ হিসাবের মধ্যে ধরে না। আর সত্যি বলতে কি ফাঁকির মরে ভূত হয়ে গেছে। হিসেবি নাগরিকরাই ধান্দা আর ফেরেববাজি করতে মৃত ফাঁকিরের উর্দি গায়ে চাপিয়েছে।

অনুকরণবৃত্তি : যাকে অনুকরণ করি, যার ছায়ার উপর পা ফেলি সেই গুরুর বা দাদাটি খুন হবেন। খুনি পরম শ্রদ্ধায় তা করবে, করবে গুরুকে শূন্যে নেওয়ার তাগিদে। অনুকরণ প্রবণতায় সে গুরুর সমস্ত ভঙ্গি, রচনা ও বাককৌশল এমন আয়ত্ত করবে যে গুরুটি তারপর এক নিষ্প্রয়োজনে, ছাতানাতা, খোসায় পরিণত হবে। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে এরকম এক খুনের বৃত্তান্ত থাকে. মুগ্ধ পাঠকই সেই রহস্যের উন্মোচক।

□ □ □

আত্মার দোসরদের আজ আর আমি বিশ্বাস করি না, তারাও আমাকে দেখে ভেংচি কাটে, কলা দেখায়, আড়ালে খিস্তি করে। আমরা যেন 'অপদার্থ' আর 'নির্দয়' এই দুটি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছি, ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান, চাপচাপ রক্তের, জন্মের, মৃত্যুর এবং প্রগলভ সাহিত্যের।

□ □ □

জন্মানোর আগেই হাঁটতে হচ্ছে, কথা বলতে হচ্ছে। হাঁটাছ কালো রেখা ধরে, শহরে সমতল হয়ে শুয়ে থাকা জেব্রার পিঠের উপর দিয়ে। লালটুপি নেই কেন ভাবি। পুলিশরা সাদা হয়ে গেল রাতারাতি ! এইটি স্বাধীনতা, মানে পনেরোই আগস্ট।

কী লম্বা লম্বা পা ফেলছে সবাই, ছোটার থেকেও মারাত্মক গতি যেন, বয়স্ক বলেই শুধু ছুটতে পারছে না, এক্সপ্রেস রোডের মিনিমাম স্পিড বজায় রাখতে না পারায় জেল জরিমানা হয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কেন এই তাড়া, কীসের এত তাড়া—জানবার দরকার নেই, হয়ত পেছনে আগুন ছুটে আসছে।

গত মাসে সুইসাইড নোট রেখে যে লেখকটি সাদা পোশাকে সকলের ঘাড়ে চেপে নিমতলা ঘাটে গেল, লোকের মুখে এখন কেবল সেই লেখকটির কথা, তার মুদ্রাদোষ নিয়ে আলোচনা, বলে,
'উনি যেমন খেতে ভালবাসতেন তেমনি খাওয়াতেন।'
'আর কী আড্ডাবাজ ছিলেন।'

□ □ □

আয়েসা জিপসি গায়িকা, মাত করেছে শহর। বেলিডান্স জানে, আয়েসার তলপেট আর নাভির নৃত্যে কে-একজন নটরাজকে চাক্ষুষ করেছে। আয়েসার প্রেমে পড়েছে তিন পুরুষ, তিন প্রজন্ম।
চুম্বনে-চুম্বনে খুলে পড়েছে আয়েসার ঠোঁট। সেইদিন 'দিলখুস' সাবান কোম্পানির উৎসবে উপস্থিত ছিল প্রভাবশালী এক সম্পাদক ও তার উপদেষ্টারা, ভি সি এবং তার গুপ্তচররা, পুলিশের কর্তা ও দার্শনিকরা।
কাগজের টুকরো, কাগজের বল, কাগজের নৌকা···যেন ভাসিয়ে দেওয়ার গূঢ় ইচ্ছে, ব্রত'র। দাগ কেটেছে কাগজে, দাগের পর দাগ, অক্ষর, বর্ণমালা ; স্বতন্ত্র এক পৃথিবী। কাগজের গন্ধ শুধু। সে হাত বোলায় অক্ষরগুলিতে।
অফিস করা এই লোকটির এ এক স্বেচ্ছা নির্বাসন। লিখে ভাবে সে, লেখার মাধ্যমে ভাবে। ধার্মিক মানুষজন যেমন পুজোআচ্চা করে থাকে, পতিতা যেমন সন্ধ্যায় সাজে আর অপেক্ষা করে, রাত জাগে। এভাবে ব্রত আজগুবি আঁচড় কাটায় নিজেকে সঁপে দিতে পেরে বেঁচেছে যেন। কিন্তু সেই বাঁচা অন্য এক ব্রতের, অন্য কারও বাঁচা। ৫ ফুঃ ১১ ইঞ্চি, ৬২ কিলোর রক্তমাংসের যে ব্রত তার জীবন নয়, তার বাঁচা নয়। সে তাহলে গেল কোথায়!

□ □ □

অন্ধকার নিকেশ হয়েছে। লোকজন এখন আশার তুবড়ি। তাদের গা থেকে, লোক-জনের রোমকূপ থেকে ঘামের মতো নিঃসৃত হচ্ছে একরকম দ্যুতি। যেন তারা হীরকখণ্ড। ওই হাসিকে দাঁতের কেরামতি ভাবা সম্ভব নয়।

□ □ □

দ্যুতির ভ্রম বড় মধুর। ব্রত মনেপ্রাণে চায় এই ভুল যেন জীবনে না ভাঙে, তাই সে নিজের জানাকে মুছে ফেলতে চায় মুছে ফেলতে চায় প্রশ্নচিহ্নগুলি ও তার দাগ। যেন সে কোনওদিন জানেনি, জানবেও না কোনওদিন। যেজন্য তাকালেই দেখতে পাবে স্বচ্ছ চামড়া, দ্যুতি সেখানে কাঁপছে।

□ □ □

হয়ত কোথাও ব্রত দেখল কারও মুখে খই ফুটছে। খই নয়, অজস্র সূক্ষ্ম শিকড় সেসব, যারা মানুষটাকে ফাঁসিয়েছে, সে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না শিকড়জাল থেকে। ফেনা

গেঁজে উঠছে, হাঁসফাঁস করছে মানুষটা। অজস্র কথার বিচিত্র ধ্বনি ও কম্পন যেন হাত, আঙুল। লোকটার গলা টিপে মারবে। আর মরিয়া লোকটি টেবিল, গ্লাস, পর্দা, সার্টের কোণ কিংবা কারও হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে রেখে জীবন চালান করছে,
এই সিকোয়েন্সটির কথা ব্রত তার এক বান্ধবীকে বলার চেষ্টা করেছিল।
বান্ধবী পাকা অভিনেত্রীর মতো চোখ দুটির চমৎকার বিস্তার ঘটিয়ে কৌতুক আর বিস্ময়ের মিশেলে তাদের ছায়াদীঘি করে তোলে।
ব্রত চেষ্টা করছে অতীত কল্পনার, স্মৃতি টুকরোর বাস্তবানুগ ছবি আঁকতে, তাকে মূর্ত করে তুলতে।
এখানে সমান্তরাল এক অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে, মূর্তি গড়ার প্রবণতার কথা ভাবে সে। এইজন্যই সে ব্রত, সমস্ত মানুষ ব্রত, তাদের যেন সৃষ্টি করতেই হবে, ঈশ্বরের দেহ তারা ঝলসে খেয়েছে, সেই মাংসের টুকরো তাদের শরীরে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ধনী-দরিদ্র সবাইর পিঠে ভ্রূণটার উঁকি হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের চাবকে মনে করিয়ে দেয় সর্বক্ষণ, ঘুমের মধ্যে টেনে তোলে, স্বপ্নে ভূমিকম্প ঘটায় আর তখন শোনা যায় ওই বজ্রনির্ঘোষ : আহার-নিদ্রা-মৈথুনই তোমার জীবন নয়…
বান্ধবীর কাছে এই উপাখ্যান সে কীভাবে বলবে ভেবে পায় না, অনুভূতিমালা তাকে শিকলে জড়িয়েছে, ব্রত লেখকশিল্পী নয়, জীবনবীমার কিস্তি মেটায় সে, আয়কর ছাড় পেতে সরকারি কাগজ কেনে, কম টাকায় কম খরচে চলার চেষ্টা করে, ট্যাক্সি চাপে না, উচ্ছৃঙ্খল নয়, সমস্ত রকম নিয়ম ও আইন-কানুনের প্রতি সশ্রদ্ধ বিনয়চিত্ত এই মধ্যবিত্ত কী করে বিদ্রোহী শিল্পী হয়।
বান্ধবী : তুমি কি লেখক, ব্রত!
ব্রত : মেয়েরা বড় লেখকভক্ত, কেন বলো তো?
বান্ধবী : অন্তর্দৃষ্টির জন্য।
ব্রত : কার, লেখকের না কি মেয়েদের।
বান্ধবী : জন্মের।
ব্রত : জন্মের?
বান্ধবী : হ্যাঁ আমরা জন্ম সম্ভব করি, গর্ভধারণ করি। হাঃ কোথায় সেই লেখক! যিনি জন্ম সম্ভব করে তোলেন, সৃষ্টিদিগন্তের প্রসার ঘটান! আমরা কি নিখিল ক্ষুধায় তাকেও সেদ্ধ করে খেয়ে, মাতাল হয়ে নাচিনি : রাম্বা হো হো হো, রাম্বা হো…
এইরকম সব অবাস্তব, হয়ত-বা বানানো গালগল্প কথায় ব্রত'র আর বলা হয়ে ওঠেনা সেই সিকোয়েন্সটির কথা। বান্ধবীর সামনে পাথর হয়ে একপ্রকার নারী-পুরুষ রসায়নে মজে যেতে থাকে।

□ □ □

আন্ডা আন্ডা আন্ডা
ব্রেনস্টর্মিং

ঝড়বাতাস মস্তিষ্কে
আলোড়ন ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাসে ভাসা

□ □ □

দ্যাখো আড্ডা গেলে বাঙালির আর থাকেটা কী! / এই বাক্যে আমরা আছি / ভোট দিচ্ছি / আমার / সুহিতারও / কেননা বাক্যটিতে বাঙালি শব্দটি আছে / আছে মায়াও / আর আলস্য / চিন্তা[১] / ব্রেনস্টর্মিং / হ্যাঁ সত্যি / আড্ডা গেলে বাঙালির কিসসু থাকে না / না না / বাঙালির / আড্ডা / কী থাকে? / কী! / কী! / আর চক্র গেলে? / চক্র! / চক্র কী / চক্র চক্রান্ত / যেমন যেমন…

□ □ □

এসব বাদ দাও, আমি এখন যশস্বীদের কথা বলব, একখানা ম্যানুয়াল বানিয়েছি খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জনের উপায়, পড়ো, পড়ে দ্যাখো :

ক ॥

নিজের একখানা ইমেজ চাই, সেই ইমেজটিকে ফলো করো অন্ধের মতো।

খ ॥

বেশি হ্যা-হ্যা করবে না।

গ ॥

বাজারে চালু মতগুলো খুঁটিয়ে দেখে যে-মতটির পিছনে লোকবল অর্থবল আছে আবার একটু নতুন রকমও সেরকম মত বেছে নাও এবং চেষ্টা করো তাকে একটু ঝকঝকে করে তুলতে।

ঘ ॥

খুব রাগী কিংবা আর্তাবিনয়ী হলে চলবে না।

ঙ ॥

ভাল ইংরেজিতে সালিশ করতে পারলে বঙ্গদেশে সাত খুন মাফ—এই প্রবাদ কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি।

চ ॥

বৈঠকী আড্ডায় দড় হওয়া চাই। তুমি লেখক লেখাই তোমার কাজ, তুমি ছবি আঁকিয়ে ছবি আঁকাই তোমার সব এমনটা কিন্তু চলবে না। ওগুলো হল তোমার মাল। বিক্রি করতে জানতে হবে। সেই মার্কেটিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পীর জপানো, বাবু ভজানো…বুদ্ধিদীপ্ত ভাঁড়ামির কোনো বিকল্প নেই।

□ □ □

ব্রত ডেল কার্নেগি নয়, তাই যশালিপ্সা চরিতার্থের সচিত্র পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে ভাবনা-

১. ব্রত'র সংযোজন : 'বাঙালি চিন্তাবিদ' এই কথাটা আমাদের প্রাণের থেকে প্রিয়। যখন তখন লোকজনকে 'অশিক্ষিত', 'মূর্খ' বলে নির্মল আনন্দ পাই আমরা। কলকাতায় এমন কোনো লায়েক পণ্ডিত নেই যাকে অন্তে কখনো মূর্খ বলেনি।

চিন্তা সে মাঝ পথে ছেড়ে দেয়, বোর হয় এবং দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে এ সম্পর্কে, 'ধ্যাত শালা'।

□ □ □

সাদা কাগজ আকাশজমি, শূন্যবিস্তার, ব্রত সেখানে দাগ কাটছে। অর্থহীন, প্রলাপ। সে খুব সচেতন, চায় না বিশেষ গল্পকথা রাখতে, সাহিত্য করতে। বরং ডালপালা আতিশয্য বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। নেবে শুধু বাস্তবের নির্যাসটুকু। আশ্চর্য, তাই করতে গিয়ে দেখেছে বাস্তব খোসাসার।

এই যে সে যশ-টশ নিয়ে তেতো কথা বলে ফেলল তার পিছনে সামান্য ঘটনা আছে। সে ওই ঘটনার প্রভাব এড়াতে পারেনি। কফি হাউসে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্যামল ঘটকের। পঞ্চাশ পেরোনো শ্যামল গল্প-নাটক-গান চেষ্টা করেছিল তার খ্যাতি হয়নি। কফি হাউসে সে ব্রতকে :

এই বয়সে বুঝি মধ্যবিত্ত বাঙালির কিছু পরিমাণ যশ না থাকলে তার কোনো নিরাপত্তাই নেই।

আবার আমেরিকা যাওয়া যার কাছে রাণাঘাট যাওয়ার মতো এমন এক পণ্ডিত বন্ধু কেন যে এই ব্রতকেই বলতে গেল, বলেছিল :

ওখানে যারা নামী তাদের চেনে-মানে শুধু সেই ফিল্ডের লোক, এখানে যেমন নামজাদা লেখক পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে তার শালির বাড়ির ভাড়াটেকে (তোকে) রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে পারে তেমনটা···

□ □ □

ব্রত'র রচনায়, এই দাগ কাটায়, পারিবারিক বৃত্তান্ত গরহাজির। গাছ নয়, আমাদের সে উপহার দিতে চায় শুধু গাছের ছায়াটুকু।

এই পদ্ধতি, এভাবে দেখাটা ব্যাধি বলে ভাবা যেতে পারে, বিশেষ যখন 'সমাজ সচেতনতার' বেনো জলে সব ভাসছে। কিন্তু তাতে তার, ব্রত'র এবং ব্রত'র মতো অন্তরে প্রান্তবাসী যারা তাদের কীই-বা এসে যায়।

এই ছাপা লেখাটি ছিঁড়ে ফর্দাফাই করলে, আগুনে গুঁজে দিলেই-বা কী···

□ □ □

বানানো সাহিত্যের বিরুদ্ধে এখনকার লেখকদের বিষোদ্গারে প্রায় সকলেই ভীত, এমন একজন লেখকও খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি বুকে টোকা মেরে বলবেন, 'হ্যাঁ আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখি, মিথ্যে কথা লিখি, একটু সেক্স-টেক্স-পলিটিক্স-টলিটিক্সের মিশেল দিয়ে। লিখি দৃষ্টিকামুকদের জন্য। 'ছোটলোকের' যৌনজীবনের বিবরণ রচনা করাই আমার কাজ। লেখকরা বলবেন তাঁরা সমাজের ছবি এঁকে চলেছেন, কারো-কারো অবস্থা আরো খাসা তাঁরা বলবেন মানুষের মনের ছবি। এঁদের কপালে তৃতীয় নয়ন আছে।

আমি একটি কারণবশত ('কার্যকারণ' সূত্র মানেন সকলেই) এই প্রসঙ্গ উত্থাপন

করলাম। ঘটনার বিবরণ ও বিবরণাত্মক গদ্য রচনায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই আমার। মুন্সিয়ানাও নেই। কলকাতায় পদ্য নিয়ে খুব নাচানাচি হয়। গদ্য তথ্যবাহক হলে, তার নথি-চরিত্র থাকলে তবেই লোকে পোছে। ছেলেবেলায় মধ্য ও উত্তর কলকাতায় আমি নতুন-নতুন গলি খুঁজতাম। আবিষ্কারের নেশা। আবিষ্কার রোগাক্রান্ত ছিলাম। সেই রোগ আমার সারেনি। মনে হয় না কোনোদিন সারবে বলে। আমার এক তাত্ত্বিক বন্ধু বলেছিল 'বাঙালি এটা পেয়েছে সাদা চামড়ার কাছ থেকে। আমাদের আবিষ্কারের কোনো কনসেপ্টই নেই, আমাদের আছে সৃষ্টি।' সে যাক, আমি আবিষ্কারের কথাই বলি, নেশার কথা বলি :

পার্ক স্ট্রিটের এক বারে এর সূত্রপাত। আমি ও আমার মতো তিন চার মন্দা বসে গিলছিলাম। এবং এক গভীর আবেগে অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিলাম। যদিও ভেবেছি বলছি প্রাণের কথা। আবেগের ঢেউয়ের চুড়োয় উঠছি। পড়ছি।

আমাদের মুখ থেকে কথাগুলো টেবিলে পড়া মাত্র কেমন জীবন্ত, বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে গলার টিউব বেয়ে নামছে মদ :

আমাদের প্রতিদিনের মামুলি জীবন এক ডাহা মিথ্যে।

মেয়ের স্কুলের বেতন বউয়ের অপারেশন

ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম রাবিশ

শালার বিয়ে জঘন্য

ইনক্রিমেন্ট প্রস্রাব

চাকরবাকর

জীবনযাপন চাকরবাকরের

বারের নীল, ম্লান আলোয় আমাদের দেশের ভূগোল হারিয়ে গেছে কোন চুলোয়, আমাদের মা-মাসি নেই, কাফকা আছেন, তিনি বিষময় করে তুলেছেন আমাদের জীবন। (হায়) কাফকা ! নিঃসঙ্গ মানুষ !

চার পিতামহ, চার চিরযুবক পিতামহ আমরা, পুরুষ, অভিযাত্রী, আমরা, নাবিক

অমুক শালা সাহেব চাটা, সাহেবের গু খায় আর কাঁধ ঝাঁকায় : এনি প্রবলেম ?

আমরা আমরা

একটা গোষ্ঠী, আলাদা ধর্মের জাতের, গোপন তন্ত্রের সাধক, মড়ার মাথার খুলিতে মদ খাব, উলঙ্গ হয়ে নাচব, পার্ক স্ট্রিট আমাদের, সোনাগাছি আমাদের, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের

□ □ □

এই খাড়া অবস্থা ঘুম কেড়ে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে (চার এই সংখ্যাটি থেকে), ১ হয়ে নৈতিয়ে পড়ে থাকি বিছানায়, ডি-হাইড্রেশনে গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকে পেটে খরা, মাথা লোহার তাল।

□ □ □

প্রত্যেকবার দেখেছি পরের দিন ঘুম ভাঙে গলা পর্যন্ত, বুক পর্যন্ত তেতো স্বাদ নিয়ে, মাথাটা খুলে পড়ে যেতে চায়, গড়িয়ে যেতে চায়, ভয়ে-আতঙ্কে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বাথরুমে ঢুকে পড়ি, জল ঢালতে থাকি, জলে কেন গলে যাই না ভাবি, বিজ্ঞাপন কোম্পানি শ্রীদেবীকে সাবান করেছে, আমি সাবান মাখছি, শ্রীদেবী সাবান, ফেনায়, নরমে, হাঃ বিজ্ঞাপন, যৌনতা, রসের পণ্য, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাথা খসে পড়বে টুক করে বলের মতো, ছোটবেলার মার্বেলের মতো···। কেন বেঁচে আছি, ভাবি,···যদি নিজেই নিজের জন্ম দিতে না পারলাম তাহলে কেন বেঁচে আছি, মদের খোয়াবের খোয়ারির জীবন তখন অবসন্ন হয়ে দূরে থেকে দেখি সে একটা আকার নিজেরই এক ভিন্নরূপ, একজন ক্ষুদ্র ফ্যাসিস্ত সেই টালমাটাল স্ফূর্তির মধ্যে ওত পেতে আছে দেখি।

□ □ □

নিষিদ্ধ আপেলটি খাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক (ব্রত লিখেছে, 'ফ্রুট অব দ্যাট ফরবিডন ট্রি' সে পড়েছিল)। বন্ধুগণ ও পরিবার : আপেলের দুটি টুকরো। আপেলটি খাওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষে আর ওই দুটি টুকরোর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, সমাজ এবং ব্যক্তি এইসব, বা যেমন 'দেহ' 'মন'। 'দেহ' আলাদা, 'মন' আলাদা। সাধারণের ঊর্ধ্বে যাঁরা, যাঁরা মহান এ-দুয়ের ফাঁকে তাঁরা সেঁধিয়ে যেতে দেখেছেন শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তি, অর্থ আর সমাজের ছক। সন্তরা এই ফাঁক সরিয়ে নিতে চান, 'দেহমন' এক করে সঞ্জীবনের বাণী প্রচার করতে খালি পায়ে তাঁরা পৃথিবীর পিঠে হেঁটেছেন হাজার লক্ষ মাইল, হাঁটবেন ভবিষ্যতের সন্তরা, ভবিষ্যতের ভবিষ্যতেরও।

□ □ □

ব্রতর অন্তর্কথন, তার এই টুকরো টুকরো লেখা বিভিন্ন রকমে সাজানো সম্ভব। আমি একরকম করেছি, ইচ্ছে করলে দু-একটি টুকরো সরিয়েও নেওয়া যায় যেমন আপেল অংশটি।

ব্রত'র যেন কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তাই বিশৃঙ্খলা, পারম্পর্যের অভাব, অসংলগ্নতা ইত্যাদি নিয়ে সে এতদূর মাথা ঘামায়নি যে কোথাও-কোথাও বাক্য অসম্পূর্ণই রেখে দিয়েছে। তার বক্তব্য নেই অথচ কথা আছে, সে কথা আবার মেজাজমাত্র। ভাব নয় সে যেন প্রকাশ খুঁজছিল, প্রকাশের জন্য ভাব, সে লিখেছে 'যেমন সূর্যোদয়। তাকিয়ে দেখি কী প্রকাশ!' হ্যাকনিড, ক্লিশে, তবু লাইনটা উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

□ □ □

পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় ইত্যাদি, যা-সবে এক সমগ্র, সে ব্রত।
এই মুহূর্তে 'শরীর' এবং 'সে' ইত্যাদি জড়িয়ে তর্কপ্রশ্নচিহ্ন নয়। অ্যাসিড আগুন অনুভব করছে সে। প্রশ্ন হল : এই অনুভব কি কপট? যেমন ছিল ঋত্বিকের একটি ছবিতে 'আই অ্যাম বার্নিং'। এ কি কপটের ধ্রুপদ সঙ্গীত?

□ □ □

কলকাতায় একসময় জনবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত গুজব, প্রতিমুহূর্তে হাজার

হাজার গুজবের জন্ম হত। আর সেসব গুজবের কি কল্পনা শক্তি!
ব্যান্ডেজভূত।

একটি মানবদেহ ব্যান্ডেজের পরতের পর পরতে ঢাকা পড়ে গেছে। ভূত হয়েছে। ওই গুজবে আমার আপনার কথা বলা হয়েছিল। 'ব্যান্ডেজভূত' শব্দটির ব্যবহার ছিল যেন আমাকে-আপনাকেই আঙুল তুলে দেখানোর মতো।
ওই, ওই।
ওই লোকটা।
সত্যি অত আবরণ কে খুলবে, সরাবে, ন্যাকড়ার পরতের পর পরত। তাতে কি খননকারীর জীবনই ফোত হয়ে যাবে না, সে মরে ভূত হবে না?
অতএব, ছোড়ো এয়ার।

□ □ □

ফাজলামি করা যাক, ফিচলেমি করা যাক, সরি, প্লিজ নো সিরিয়াস টক, উই হেট সিরিয়াসনেস, হাল্কাভাবে নাও, জীবনকে হাল্কা করে নাও, মাডোনার 'সেক্স' দ্যাখো, পড়ো, এই গ্রহে আমাদের সকলের, সব পুরুষের ওই এক কামিনী।

□ □ □

পুরুষ! হা! হাঃ পুরুষ। তার গায়ে অসুর শক্তি, জন্মী সে, বুড়ো সিংহ, সে ব্রহ্মাণ্ড খাবে, হাঁ-করাও, দেখবে মা—মাডোনা সব গিলে বসে আছে।

□ □ □

শেষ আর শুরু। শুরু—শেষ, শেষের শুরু…
এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি শুরুর, শেষের। ব্রত জানে এইরকম মনে হওয়া অসুস্থতা, আর অসুস্থতা মানেই তার অপেক্ষায় আছে এক প্রেসক্রিপশন, লাল-নীল ক্যাপসুল, থেরাপি ইত্যাদি। তোমার জন্মের হাজার-হাজার বছর আগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে তুমি শালা কী করে এদিক-ওদিক ছিটকে যাবে? বলবে, এসব নয়, পথ নয়, পথ কোথায়, সযত্নে গড়ে তোলা, মিথ্যে কল্পনায় বানানো এই ইতিহাসের পথ, পথের দুধারে গথিক স্থাপত্যের বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, জেলখানা ও পাগলাগারদ…ব্রত যেন বানের জলে ভেসে আসা খড়কুটো। আর বন্যা যেন মহাপ্রলয়, চলেছে মহাকাশ জুড়ে।
সে এখন কাগজে একটি গণ্ডী এঁকে লক্ষণ ও সীতার কথা ভাবছে? কেন সীতাকেই বলা হল: তুমি ওই গণ্ডীর বাইরে পা দেবে না?
বার্থক্লাই।
জন্মের কান্না শুনতে পাচ্ছে সে, সমস্ত কথা কান্না হয়ে যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে সেই ট্যাঁ ট্যাঁ…পরে যত দিন ঝরেছে, যত বেশি দিন বেঁচেছে ততোই জীবন কেমন শক্তপোক্ত, অনড় হয়ে ওঠে, সে কান্না ভুলে যায়।

□ □ □

ভক্তরা কাঁদছে আনন্দে, কেদারে পৌঁছে শ্যামলের হাসিখুশি, গোলগাল বউটি নাকি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল,

ভক্তের, ভীতের, অসহায়ের কান্না, তাদের রোমকূপ, প্রতি কোষ কাঁদছে, ন'দের নিমাইর অশ্রুনদী, ওই নদীতেই নিমাইর জন্ম···বেশ কথাটা অশ্রুনদী।

□ □ □

একটি ক্লিশে : জীবন শিল্প।

□ □ □

ধুলো ময়লা, কাকের গু, মাকড়সার জাল ইত্যাদিতে ওই শিল্পমূর্তি আবর্জনা হয়ে আছে।

মূর্তির পিছনের মানব-মানবী স্বামী-শালা-দল-অফিস-য়ুনিভার্সিটি-সরকারের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে কবে। এইসব লোকলস্কর ও আসবাবপত্র সরিয়ে নিলে ওরা কি বাঁচবে? শিল্প হবে?

না—হে।

১৯৯২-তে শুধু নয়, ১৮৩৩ সালে, ১৭শো, ১৬শো··· কখনো হয়নি।

কখনো হবে না?

না, শুধু কল্পনায়, পাগলামিতে বাঁচতে পারে।

'ভোলা মন রে-এ···এ,' বলে সুর জাগানো কি সাধে!

□ □ □

ব্রতর বোকা বোকা প্রশ্নের নমুনা :

সময় রাতদিন, জীবনমৃত্যু, তার শুরু নেই, শেষ নেই, তাহলে সে কি আছে, কাকে বলে সময়ের ফসল, কে জন্মেছে তার গর্ভে, গর্ভই বা ছিল কোথায়।

? ? ? ? ? ?

□ □ □

'জলদি', 'জলদি কিজিয়ে'···

ট্যাক্সিওয়ালা চটে যাচ্ছে, তবে সে বেশি চটে ওঠার আগেই নরম একতাল মাংসের যুবতী ট্যাক্সির পাল্লা টান মেরে বন্ধ করে, কাচ তোলাই ছিল।

ঘাউরা পুরুষ কাচের কফিনে, লোহা আর পেট্রোলের গন্ধে ধোঁয়ায় মেয়েটিকে আশ্রয় নিতে দেখে ঘেন্নায়, রাগে, যৌন আক্রোশে খিস্তি করে।

রাস্তাঘাটের এই সেন্সভায়োলেন্স, এই রগরগে নাটকে যে বিনোদন কোনো সাহিত্য-পত্রিকা, মঞ্চ বা ফিল্মের সাধ্য নয় তেমন বিদ্যুৎবিনোদন সৃষ্টি, তাই ওসব উঠে যাবে, থাকবে না।

ঘটনাটি এরকম :

ওদের মুখে গরম শ্বাস ছিল, ওই শ্বাসই ছিল উৎস, 'কথা'-দের জন্ম হচ্ছিল উত্তাপে, আগুনে। আর তারা জন্মানো মাত্র রাস্তার নারী পুরুষ হয়ে পড়ে নির্জীব মাধ্যম।

কথারা সেই মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, তাদের ঠোঁট, জিভ ফাটিয়ে ছুটে আসছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। কথার সেই ছুট, সেই বিস্ফোরণের মধ্যে একটা দেখনাইপনাও ছিল। তারা তরঙ্গের মতো, ডেকে-ডেকে বলছিল 'শোন, শোন'··· না শুনি সাধ্য কী! এই ঘটনা, সংলাপের ঘটনা এসপ্ল্যানেডে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে।

কালো আর হলুদে দু' টুকরো ট্যাক্সির পেট হাঁ-করে খোলা, যুবতী তার নরম শরীর (নাকি শরীর যুবতী) ট্যাক্সির গদিতে ছুঁড়ে ফেলার আগেই সংলাপে মেতেছিল বছর চল্লিশের ঘাউরা লোকটির সঙ্গে :

দেখা হবে না।

কেন ?

থাকব না।

মানে! থাকবে না মানে, হাওয়া হয়ে যাবে নাকি ?

হাওয়া তো হবই, আজই।

কোথায় ?

কোথাও একটা।

এই পর্যন্ত বেশ, রহস্যটহস্য আছে কিন্তু তারপর কথাবার্তা তিক্ত ও দ্রুত হতে থাকল, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কে কোনটা বলছে : পাহাড়ে / না / সমুদ্রে / না / কার সঙ্গে / আমার সঙ্গে / আর কে / এক জন / কে এক / যে কোনো কেউ / চিনি / আমিই চিনি না···

এখানেই শেষ নয়, পুরুষটি বার-দুয়েক খিস্তি করেছিল, নেয়োটার গালে জমা হচ্ছিল রক্ত, হঠাৎ সে ফেটে পড়ল,

'যে-ই হোক, তোমার কী, কী করবে জেনে, কেন অ্যাতো জানতে চাও অ্যাঁ, রাক্ষসের মতো, পেটের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাও, আমার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে খাবে, আমার সব জানতে হবে ওকে, তোমার কেনা নাকি, যার সঙ্গে খুশি যাব, আমার খুশি, খুশি, খুশি।'

···একগাদা ধোঁয়া তখন। আর বিশাল বেলুন চুপসে যাওয়ার মতো 'স স' শব্দ।

ঘাউরার খিস্তি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কিছুদূর পর্যন্ত ট্যাক্সিটির পিছু নেয়।

□ □ □

আজ ২৬ জুন, ১৯৯২।

কাগজে মানুষ আমি, কাগজ খাচ্ছি, কাগজ ওগড়াচ্ছি, নিরাময়হীন, এক প্রাচীন ব্যাধি। কাগজ পুড়বে, পুড়ব আমিও, সহমরণ।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা, পুরুষ ও নারীরা করুণা করবে এই কাগজ লেখককে।

কেন লিখি আমি ? আমার এইভাবে দাগ কাটার ইতিহাসটাই বা কী ?

'যোগসূত্র' পত্রিকার ফর্মাপূরণের জন্য এই লেখা,[১] ব্রত সাহায্য করল বলে যা এতদূর

১. নাহলে আমি রাঘব এ সম্পর্কে বলব, এ এক প্রকার মকসো মাত্র, লেখার ভিতরে লেখা।

হল, যা দেখে শেষতক বিনয় বলবে 'হ্যাঁ, অন্যরকম তবে'...সঞ্জয় মিটিমিটি হাসবে, বিধান চাটুজ্জে দাড়ি মুচড়ে বলবেন 'কিন্তু রাঘব তোমার লেখায় শ্রমজীবী মানুষ থাকে না কেন ?'

এই সব 'তবে', 'কিন্তু', 'কেন' হাঁ-করে ছুটে আসছে, কাগজ লেখকের ঠিকানা হবে তাদের উদর।

□ □ □

ব্রত একফালি কাগজে, জরুরি খবর দেওয়ার অভিপ্রায়ে বা যেন ঠিকানা লিখে রাখার মতো একটি চিরকুটে কথা ক'টি লিখেছিল :

ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা আত্মজীবনী লিখছি না। কলকাতার বাইরে কোনওদিন যাইনি, আমার এই দাগ কাটায় বাড়ির ঠিকানা, বাপের নাম, বউ-ছেলের কথা কিছুই নেই। এইসব নেই লেখায়। কিন্তু লেখাটা আছে, লিখছি, ধীরে আত্মহননের মতো। কীরকম সেটা ?

স্বেচ্ছায়, স্বাধীনতায় মানুষকে হয়ত কিছু করতেই হয় একা-একা, সেইটাই বিশুদ্ধ কাজ। বিশুদ্ধ এই জন্য যে তা সহজ, স্বস্তির, কোনো বাইরের চাপ নেই। আমার লেখা এরকম একটা কাজ। আশ্চর্যের কথা এর মধ্যে কে এক দ্বিতীয় জন প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। তার আভাস পাচ্ছি। সেই দ্বিতীয়ের অলক্ষ্য উপস্থিতি প্রত্যক্ষের থেকে ঢের গভীর। আত্মরক্ষার কথা ভেবে ফেলি। আমি ল্যাংটো হব আর সে দেখে ফেলবে ! এরকম সংকোচে গুটিয়ে যাই। ল্যাংটো হতে পারি না।

□ □ □

লেখার বাইরে বাঁচা, আমার সামাজিক-পারিবারিক জীবন, যাতে প্রতিদিন কম করে ১৫/১৬ ঘন্টা কাটে, দিনের ওই বৃহৎ অংশটিকে আমি খুন করি। রোজ। খুন শেষহীন। কিন্তু কে আমাকে ঘাতক বলবে !

রূপকথার ধোপানীর গল্পের মতো, বাচ্চাটা জ্বালাতন করছিল ধোপানি এক চড়ে তাকে মেরে ফেলল, চুপ করিয়ে দিল। কাজ শেষ হলে বাচ্চাটার হাত ধরে গল্প করতে-করতে বাড়ি চলে গেল।

বালিতে মুখ থুবড়ে মরতে বসেছি, ওই রকম, ধোপানির নির্দেশে আমারও বাঁচা-মরা চলছে।

□ □ □

কিন্তু এ শপথের কথা, মৃত্যু বিলাস, আমি ভাবি। আমাদের এই দেশে, এই পোড়া দেশে মৃত্যু তো এক অনন্ত চিতা।

বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আইন তাকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বলয়ের মতো। তবু মানুষ মরছে। কাতারে-কাতারে। না খেয়ে, অবিচারে, অবহেলায়, নির্যাতনে।

□ □ □

তিন হাজার বছর কারো বয়স হতে পারে না। কিন্তু আমার প্রেমিকা যেন তার

থেকেও প্রাচীনা। আবার সে এতটা বাস্তব যে আমরা পরস্পরকে বস্তুর মতো ব্যবহার করতে পারি। তুলে রাখতে পারি আলমারিতে। হাঁটতে পারি পিঠে নিয়ে।

□ □ □

কাগজে দাগ কাটা ব্যক্তির কথা বলা নয়। কিন্তু কাগজের দাগ কথা বলতে পারে, এ যেন কথারা কথা বলছে, তারা ভাবছে, মাথা চুলকোচ্ছে, চটে উঠছে।
এখানে ব্রত কোন শালা!

□ □ □

জীবনানন্দ ঋত্বিক কমলকুমার ঋত্বিক জীবন কমল কমলজীবন জীবনঋত্বিক···
এই সব নাম আমরা ভুলে যাব, আমাদের সন্তানরা ভুলে যাবে, তারা পিতৃহীন হবে।
এরকম সাতপাঁচ কথার মধ্যে কে যেন বলল, 'কে কার বাপ', 'ছেলেই বাপ, বাপই ছেলে'···

ি ী ে ৈ

এরা শুধু দাগ, আ-কার, ই-কার, অক্ষর শব্দ ইত্যাদি থাকলে দৃশ্যত আর সাঙ্কেতিক লিপি মনে হবে না। সম্প্রতি লিপি জিনিসটায় খুব টান ফিল করছি, তাদের দেখি ছবির মতো, ভাবি এরা হল জীবাশ্ম।
সমুদ্রের বালিতে দাগ কেটেছি আমরা, গুহার দেয়াল আর মৃত পশুর চামড়ায় আঁচড়। শুয়োরের বিশ্বাস্য ছবি না এঁকে টানে টোনে ধরে রেখেছি তার গতিটুকু। ওই গুহাচিত্র দেখে কোন শালা বলবে ওটা শুয়োর!

□ □ □

হালকা, ফিচেল ঢঙে একটা ডেড-এন্ড বোঝাতে আমরা পরস্পরকে খিস্তি করি কিছুক্ষণ, সে খুব খারাপ-খারাপ কথা, পৃথিবীর যত কাঁচা খিস্তি আছে। হ্যা-হ্যা করে হাসি। মৃতদেহের উপর আতর ঢালছি আমরা, ফুল ছড়াচ্ছি, জীবিতদের নয় মৃতদের আমরা বড় ভালবাসি। তাই ঢালছি তো ঢালছিই, ছড়াচ্ছি তো ছড়াচ্ছিই··
কঙ্কালের উপর কঙ্কালের মাথার উপর নক্ষত্রের ক্ষয়। গোদার, সঞ্জয় মুখুজ্জের অনুবাদে : নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, মাদলেইন নক্ষত্রের মতন হৃদয়।

□ □ □

আমি কেন রামাশ্যামা বামপন্থী-ডানপন্থীদের মতো চুটিয়ে চাকরি করে, পেপার লিখে, দশের এক হয়ে, ইউনিভার্সিটির কাগজ কিনে, হেলথ ইন্সিওর করে দেশের কথা ভাবতে পারি না?
রামাশ্যামা বলে ডেকে আমি মোটেই ওদের তাচ্ছিল্য করতে চাইছি না। ওটা একরকম ধরে নেওয়া, যেমন বলা যেত ক খ ইত্যাদি, একটা টাইপ, বাজি জেতা ঘোড়ার টাইপ, বেতো নয়, খোঁড়া নয়। এরাই সুস্থ, সবল, ক্ষয় বিরোধী, অবিনশ্বর। এদের ক খ না বলে ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ কিংবা হেম-অশীন নামেও ডাকা যেত। রামাশ্যামা টমডিক কেটে দেওয়া যাক, হেম আর অশীন থাক, ওরা অবিনশ্বর।

হেম-অশীন বেশ শক্তপোক্ত জীবন পেয়েছে, এই জীবন কমনীয় নয়, ভঙ্গুর নয়, টাটা স্টিল। হয়ত ছেলেবেলায় ওরা দুধ-মাংস-ফল খেয়েছে ঢের। আর এ হল পারিবারিক সামর্থের প্রশ্ন, অর্থাৎ ইতিহাস, খাদের ইতিহাসসূত্রেই তাদের যা কিছু বিকাশ ও সাফল্য। আর যখন হাড়-হাভাতে ঘরের ছেলে হেম-অশীন হয় তখনো সেই ইতিহাস ক্ষুধার, উচ্চাশা সেখানে প্রতিহিংসার মতো।

হৃদ্দমদ্দ একটা পুরুষ, চাকরি করা, বিয়ে করা, বাপ হওয়া মাঝবয়সী একটা লোক কি সত্যি বালক থেকে যেতে পারে, বিভূতিভূষণের অপুর কি মৃত্যু নেই (সাহিত্যের চরিত্র হয়ে যাস যদি তাহলে আর লাইফে সাহিত্য করতে হচ্ছে না : ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় আমার এক পেছন-পাকা বন্ধু বলেছিল।) !

□ □ □

ধানবাদের ক্ষ্যাপা দিলীপ তুমুল বৃষ্টির সন্ধ্যায় আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্টাপিসের সামনে দাঁড়িয়ে, ট্যাক্সির জন্য হাত নাড়তে-নাড়তে 'জীবন রস' কথাটা সুরে উচ্চারণ করেছিল টলতে টলতে।

আউল বাউল কথা। বাউল গানের কোনো স্মৃতি আমার শৈশবে নেই, আমি শুনেছি লারেলাপ্পা,, 'ইচক দানা বিচক দানা'···দেখেছি হিজড়ের খ্যামটানাচ। নিশ্চয় তাতেও জীবন রস আছে, খ্যামটায়, লারেলাপ্পায়। নাহলে অত গভীরভাবে মজে যেতাম কেন ? এখনও কত কিছুতে মজে যাই, এক ধরনের বিস্মরণ, সচেতন তত্ত্বজ্ঞ মানুষের কাছে তা নির্ঘাৎ লজ্জার।

ব্যক্তি জীবনের ছাতানাতা, তার কার্যকারণহীন ইতিহাস, উদ্ভট মানচিত্র, সমুদ্র তরঙ্গ থেকে রাস্তার ধুলোর ঝড়, কান ফাটানো শব্দে বাইকের ছুটে যাওয়ায় যে আলোড়ন, আক্রমণ, তার ওঠাপড়ায় আন্দোলিত হই। আবার বিবর্ণ হয়ে যাই। যেন মরতে-মরতে বেঁচে উঠি। এই নাবালকত্ব কোনোদিন ঘুচবার নয়।

□ □ □

বান্ধবী বলেছিল, 'ন্যাকা।'

বলেছিল, 'তোমার দ্বারা কিসসু হবে না।'

বান্ধবীর আরও কথা, 'সাহিত্য ছুঁয়ে বাঁচতে গিয়ে শেষতক অপদার্থ হলে'।

বান্ধবীর চোখ ঝিকিয়ে ওঠে, 'আমি অনেক লেখক দেখেছি, বাঘা-বাঘা লেখক,
সমাজ রাজনীতি ও শেয়ার বাজার নিয়ে কথা বলে তারা, লেখকরা,
হেলথ ক্লাবে যায়, মেয়ে পটাতে পারে,
মদ খেয়েও খাড়া থাকে
রং কোম্পানির ডিরেক্টর এবং পুলিশ কমিশনার তাদের দুই বগলে
স্যানিটারি ন্যাপকিনের মডেলিং করে যে মেয়েটি তার সঙ্গে সলমন রুশদি নিয়ে কথা বলেছিল, দেখেছি'···

□ □ □

কোনো পরিকল্পনা এঁকে নিতে মস্তিষ্কের কথাগুলি ছুটোছুটি করেনি। ভেবে-চিন্তে, প্লট ও বক্তব্য সাজিয়ে নিয়ে শুরু করিনি, এখানে 'করা' এই ক্রিয়াপদটি ছিল অভিভাবকহীন।

শুরু হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ, কাগজে চাবুকদাগ, কাগজে ক্ষতচিহ্ন। এর, তার অভিজ্ঞতা-অনুভব, আদিকালের উৎস থেকে আসা কিছু চিন্তাঝলক, মহাশূন্যের রশ্মি, ধ্বনি, এক সুদূর পরিক্রমান্তে সাদা পৃষ্ঠায় সে সবই কার্ডিওগ্রাফের মতো। এঁকেবেঁকে পিরামিড, বড় বড় গর্ত, ফাঁক, আগুনেপাখি, ধারাবাহিক নয় ওই রেখা ও বিন্দুগুলি…

'ডিসকনটিনিউটি'

'এর তলায় দাগ দাও'

'কনটিনিউটিও আছে'

□ □ □

যদি ফুলস্কেপ কাগজে, দুধারে মার্জিন ছেড়ে, পৃষ্ঠা সংখ্যা বসিয়ে দিতাম মাথার উপর টীকির মতো, সেইভাবে সাজিয়ে করে গেলে, ভেবে-ভেবে লিখে গেলে, দাগ কাটা কাগজের সুপাটি পাণ্ডুলিপি হত, যার পিছনে থাকেন একজন লেখক,

'আইটালিকসের আই'।

'হু ইজ হি' ?

'হু আর য়ু ?

□ □ □

'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না'—এই প্রতিজ্ঞার গাম্ভীর্যপূর্ণ রগড়াটি খাসা।

□ □ □

আমাদের কী আছে ?

শোনামাত্র আমরা চার মন্দা প্যান্টের দু পকেট উল্টে দিই, সাদাটে ন্যাকড়া জিভ দেখানোর মতো ঝুলে পড়ে কোমরের দুপাশে। দেখি, না, কিছু নেই, আমরা ফতুর। শুরু হল হা-হুতাশ, ছিল কিন্তু নেই, মিসিংম্যাটার।

'ওইটাই কি আমরা' ?

'আমরা কি মিসিংম্যাটার' !

'আর যারা খুঁজছে ?'

'কি রে শালা, আছি নাকি' !

খোয়ারি শেষ, একজন পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট শূন্যে মেলে ধরে পতাকার মতো নাড়তে থাকে, আমরা চিৎকার করে উঠি, 'জাগো, জাগো, জাগো সর্ব—হা-আ-রা…'

সংলাপ কন্টিনিউ করেছিল (কী ভাষা !), ওই কন্টিনিউটি আমি ভাঙতে চাইছি না আমার হঠাৎ-ই একটা কথা মনে পড়ে গেল এখানে, সেই কথাটাও টুকে রাখতে চাই, আমাদের ঘিরে আদতে কোনো ঘটনা ছিল না। নিজেদের জীবন ও চারপাশ সম্পর্কে আমরা ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ। ভেঙে পড়িনা কারো মৃত্যুতে, কাউকে কিছু বলার নেই, শোনার নেই। প্রেম, শিল্প বা এমন কোনো জীয়ন কাঠিই নেই যা আমাদের জাগাতে পারে। কী ভাবে এই জীবন্মৃত অবস্থাটা গোপন রাখা যায়, মৃতের লাশ গায়েব করা যায় সেই ধান্দায় উৎসর্গিত। মদের প্রভাবে ওই ধান্দাটিই আরো গভীর হয়েছিল, মদ্যপ আমরা মিথ্যের গভীরে পৌঁছে যাব।

বলা হল : দ্যাখ, এই আমাদের সম্বল।
এই শুধু আমরা ?
কেন আমরা দেহের মালিক নই, দেহ আছে দেহের মধ্যে হাড় মাংস, রক্ত, জল…
ক্ষিতি, অপ, ব্যোম
ধ্যাত, শালা
দেহ-ই আমরা
আমার এই দেহখানি…
তুলে ধর—ও

সংলাপ কন্টিনিউ করে…
বি সিরিয়াস / বেশ তাহলে এভাবে বলা যায় আমাদের সম্বল শুধু জীবনটুকু / 'টুকু' কেন / খুব কম হল কি / জীবনের বেড়া পছন্দ নয় / বেড়া ভাঙতে চাস / জমি যতই বাড়াও চাষা শালা চাষাই থেকে যাবে / ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও…
হঠাৎ সবাই ভাঙা কাঁসরের মতো বেজে উঠলাম, 'তা ছাড়া কী।' অর্থাৎ আমরা চিতেয় উঠলেই পাড়া জুরোল।
তারপর কথা আরো, তাতে জানা গেল :
আমাদের বাপমারা গোণ, তারা বিস্মৃত ইতিহাস, মাঝখানের সেতু উড়িয়ে দিয়েছে মারণাস্ত্র।
দেখা গেল এত ছিঁচ কাঁদুনেপনা, গোস্‌সা আর আক্রোশের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে একটিই প্রবৃত্তি—আমরা ক্ষমতা চাই, ক্ষমতা কব্জা করার জন্য বিখ্যাত হতে চাই, যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসছি আদতে আমরা তাদেরই কেনা গোলাম হয়ে আছি।

উল্টোদিক থেকে বিশ্বাস করি দুর্লভ প্রতিভা আছে আমাদের প্রত্যেকের, সেটাই আমাদের পয়েন্ট অব ইউনিটি। হাঃ মূর্খের দল! পেট মোটা সম্পাদক আর পুরস্কার কমিটির পাকাচুলো মাথা আর বেঁটে পন্ডিত আর সাংস্কৃতিক রাজনীতির মোড়ল ও তাদের রক্ষিতারা'[১]…হা মূর্খ! তোদের কি উচিত নয় এই চার মদ্দাকে মাথায় তুলে নাচা? রাজনৈতিক দলের তকমা পাওয়া সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, টি ভি কর্তা, য়ুনিভার্সিটির কোটাল, খপরের কাগজ…নেক্সাস নেক্সাস। ব্যাটাদের আই কিউ কম বলেই আমাদের ছুঁয়েও দেখছে না। মুরুব্বি থাকলে অবিশ্যি এমনটা হত না।

মুরুব্বি বোলাও।

অ্যাই ভাই।

হ্যায় কোই? মুরুব্বি!

বেয়ারা চার হুইস্কি…

□ □ □

চারজনের একজন, অবশ্য আর একটু সিরিয়াস সে, নেশা বেশি হয়েছে তারই, দাঁড়াতে পারছিল না, বলল, 'চাকরিটা ছাড়তে পারলে বেঁচে যেতাম।'

সঙ্গেসঙ্গে হুল্লোহুল্লা :

মাস্টারির জন্যই মরলাম।

ব্যবসার জন্য।

উফ, চাকরি! নরক!

চাকরি করতে গিয়ে, রোজগার করতে গিয়ে একটা জাত নিঃস্ব হয়ে গেল, গোটা একটা জাত। তার জীবন থেকে আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নতুনত্ব, যা কিছু মৌলিক সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, রাস্তার কুকুরের মতো থেঁতলে, চিৎপাত পড়ে থাকল…

এ কখনো হয়! নিজেকে ভালবাসার, আতুতুতুরও তো একটা সীমা থাকবে, আমার গা গোলাতে লাগল। অনির্বাণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আর গা গোলাচ্ছে। মুখে হাত চাপা দিতে গেলাম কিন্তু তার আগেই ওয়াক শব্দে সোজা অনির্বাণের মুখে রামধনুর মতো বেঁকে শত জল ঝর্ণার ধারায় বমন…

□ □ □

অতঃপর আমি রামাশ্যামাদের নিয়ে ভাবতে থাকি, আমার বন্ধুরা তা নয়, তারা পণ করেছে রামা শ্যামা না-হওয়ার। তারা অনেক টাকা চায়, বাড়িগাড়ি, বিদেশ সফর, ক্ষমতা, যশ আর সুন্দরী ছিপছিপে মেয়ে চায়—ভালগারিটি, ভালগার, ভালগার,…মনে হচ্ছিল বন্ধুদের খুন করি, খুন করি নিজেকে, খতম শ্রেণীশত্রুদের নয়, খতম করি বন্ধুদের নিজেকে, স্বজাতি নিধন, এরা আমার শত্রু নয়, বন্ধু,

আমার কোনো শত্রু নেই, অজাতশত্রু আমি, আমার শুধু বন্ধু আছে এই হাস্যকর যুক্তিতে যে আমার কোনো শত্রু নেই, নিজে আমি পারিনা সব কিছু থুঃ থুঃ করে ছুঁড়ে ফেলতে,

১. ব্রত প্রবল আপত্তি করেছিল। মানুষের শরীর গঠন ও চরিত্রটারিত্র নিয়ে এভাবে খিস্তি করাকে সে ঘৃণা করে বলেছিল।

বিমল, রেমণ্ড, ক্যাথে প্যাসেফিকের মুখোমুখি নিজের মুণ্ডদণ্ডটি বের করে ছরছর করে মুততে।

গুলিয়ে যাচ্ছে, আক্রোশ আমার প্রভু এখন, শুধু জেগে আছে একটি ধারাল অস্ত্র, বোনলেস চিকেন বল গেঁথে খাওয়া কাঁটাটি আমার হাতে, আমি খুন করবই বন্ধুদের।

□ □ □

রিপোর্টার বন্ধু রজত বলছিল, 'দ্যাখ যদি দেশভাগ না হতো, তাহলে আমি আমার ঠাকুর্দার মতোই কমলাদিঘির ধারে ছিপ হাতে বসে থাকতাম, হোগলা বনে যেতাম হাগু করতে, আমাকে দিনের ভার বইতে হতো না।'

সাচা কথা, কথাখানা ঠিক।

□ □ □

ভারত মহান! য়ুরোপ আমেরিকার ভোগের মহাপৃথিবী তার কাছে এক বিন্দু সর্ষে।

কোথায় এই বাণী শিল্প হয়ে উঠেছে, কোন উপন্যাসে, কোন ফিল্মে, পেইন্টিং-এ? কোথায়? কোথায়?

য়ুরোপ আমেরিকা ভারত খুঁজছে: কোথায় সে? সে কোথায়?

সেই ভারতটি তাকে দিতে হবে, সেইভাবে লেখ, সেইভাবে সাজাও, জেনে নাও হতাশ সাহেব কী চায়।

সাহেব তুমি আমার মা বাপ। তুমি রাখলে আছি, মারলে শেষ। আমি নদী নালা কাদা ভেঙে ধোঁয়া-ধুলো-শব্দ অনাহার-অপুষ্টির এঁদো গ্রাম কলকাতা থেকে তোমার জন্য এই রচনাটি নিয়ে এসেছি, একবার তাকিয়ে দ্যাখো সাহেব।

... □ □ □

পচা পুকুর, হোগলা বন, বাঁকুড়ার পাথুরে জমিতে কি সে ছিল? নোনা পুকুর ট্রাম ডিপোর পিছনের বস্তি কিংবা দর্জিপাড়ার কোনও কানাগলিতে? যেখানে সব গল্প এক, গল্প নেই আর, জীবনাদর্শ বলে কিছু নেই, নানাভাবে, নানারকমে, বিচিত্র সব জ্যামিতিক আকারে শুধু দারিদ্র, দারিদ্রই···

□ □ □

সময় ভাগ ক'রে এদিকে কাঁচপোকা ঝলকায়
আর ওদিকে জোনাকির তারাবাজি।
কিন্তু এটাই সব নয় আট পহরে,
কাক আছে কুকুর আছে
তাদের মাতন সেরা মাতন,
তারা ধূনিবিলাসে ভোর গোধূলির রং চড়ায়
আর ওই নীলান্ত থেকে প্রায়ই
স্নেহস্রাবে গ'লে পড়ে চাঁদ:
আয় বাছা কোলে আয়।

বাছারা অমর্তনিষ্যন্দী গন্ধ পায়
অমর্নি কান্না জোড়ে,
অথচ চারদিকে হাওয়ার চৌদ্দুন :
সিঁড়ি নেই সিঁড়ি নেই।
তখন কেবলই ব্যগ্রতা :
কোথা দিয়ে উঠে যাই, কেমন ক'রে পৌঁছই ?[১]

□ □ □

সমাপ্ত।

□ □ □

চ্যাপলিনের ছবি শেষ হয় 'ফিন' শব্দটি এঁকে, বঙ্কিমের উপন্যাসের শেষেও 'সমাপ্ত' শব্দটি পাওয়া যেতে পারে, শেষ বলে কিছু নেই, শেষ হয় না তাই, হয়ত লিখতে হয়—'সমাপ্ত।'

□ □ □

'কপি শেষ ?' শোভনবাবু জিজ্ঞেস করেন।
'হ্যাঁ, আর নেই, শেষ'—আমি।

□ □ □

বেড়ে মজা, যেন আমিই শেষ, খুন হলাম তাহলে! বাহ! লেখার তাড়না শেষ। কাম শেষ! শেষ, শেষ।

□ □ □

ব্রতটা মহাখচ্চর, শালা বলল, 'শোভনবাবু এক পণ্ডিত ব্যক্তি'
কেন, কেন।
তিনি সমস্ত লেখাকেই কপি বলেন বলে। □

১. অরুণ মিত্র।